# এক নজরে সমবায় বিভাগ
# ঝিনাইদহ।

**সমবায় কি:** সমশ্রেণী বা সমপেশাভূক্ত কতিপয় ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যৌথ উদ্যোগে বা কর্মসূচি গ্রহণ করে যে সংস্থা গঠন করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করে তাকেই বলা হয় সমবায়। সমবায়ের মূলমন্ত্র সাম্য, একতা, সহমর্মিতা।

**সমবায়ের মূলনীতি:**

১. স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and open Membership)
২. সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Democratic Member Control)
৩. সদস্যের আর্থিক অংশ গ্রহণ (Member Economic Participation)
৪. স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence)
৫. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training & Information)
৬. আন্তঃসমবায় সহযোগিতা (Co-operation among Co-operative)
৭. সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)

**সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস:** ১৮৪৪ সালে ইল্যান্ডের রচডেল শহরে ২৮জন তাঁত শ্রমিক ২৮ পাউন্ড মূলধন নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্রত নিয়ে গঠন করেছিল ''রচডেল সমতাবাদী অগ্রণীদের সমবায় সমিতি'' পরবর্তীতে রচডেল অগ্রণীদের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইউরোপের জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালীসহ অন্যান্য দেশে সমবায়ের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে।

এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ এ্যাক্ট জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯১২ সালে ''কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট জারি করা হয়। এরপর বঙ্গাদেশে ১৯৪০ সালে ''বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট ও ১৯৪২ সালে'' বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ রুলস জারি করা হয়।

পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের সমবায় আইন ও বিধিমালাকে যুগোপযোগী করার লক্ষে পূর্ববর্তী আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে সমবায় অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ও সমবায় নিয়মাবলী ১৯৮৭ জারি করা হয়। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক পর সমবায় আইন ও বিধিমালাকে আরো গণমূখী, সহজবোধ্য ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার দাবী উঠে সমবায়ীদের পক্ষ থেকে। সমবায়ীদের এই দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৫ জুলাই ২০০১ খ্রি. তারিখে পাশ হয় ''সমবায় সমিতি আইন ২০০১'' সংশোধিত (২০০২ ও ২০১৩) এবং ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খ্রি. তারিখে সরকার ''সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত,২০২০)'' প্রণয়ন করে। বর্তমানে দেশে এই আইন ও বিধিমালার আওতায় সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

১. বর্তমান আইন ও বিধিমালার প্রথমবারের মত সম্পূর্ণ বাংলায় প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ও সমবায়ীদের পক্ষে তা সহজবোধ্য হয়েছে।
২. সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এ ৯০টি ধারা ও সমবায় নীতিমালা ২০০৪ (সংশোধিত,২০২০) এ ১৬৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

**সমবায় অধিদপ্তরের কাঠামো:** বাংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত।

**সমবায় অধিদপ্তর**

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট জেলা সমবায় দপ্তর

উপজেলা সমবায় দপ্তর

**<u>সমবায় সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত:</u>** সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত,২০২০) এর ৩ বিধি অনুযায়ী ৩৫ প্রকারের সমবায় সমিতি সমবায় অধিদপ্তর, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, জেলা সমবায় কার্যালয় ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় এর মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে থাকে।

এছাড়াও বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ভূক্ত সিভিডিপি, বিআরডিবি, সিআইজি (কৃষি,মৎস্য,প্রাণি সম্পদ) আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২)/ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পভূক্ত সমবায় সমিতিসমূহ উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে নিবন্ধিত হয়ে থাকে।

**<u>নিরীক্ষা সংক্রান্ত:</u>** সমবায় সমিতির মালিক একদল সমবায়ী এবং তা সমবায়ীদের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাই এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে প্রতি আর্থিক বছর নিরীক্ষা করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১(সংশোধিত,২০১৩) এর ৪৩ ধারা মোতাবেক।

সমবায় বিভাগের মাধ্যমে ২(দুই) প্রকার নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যেমন:

১। সমবায় বিভাগীয় নিরীক্ষা সম্পাদন

২। বহিরাগত নিরীক্ষা সম্পাদন।

**<u>সমবায় বিভাগীয় নিরীক্ষা সম্পাদন:</u>** প্রতি সমবায় বর্ষ শেষে সমবায় সমিতি সমূহের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে সমিতির সকল সম্পদ ও হিসাবপত্র সহ অন্যান্য সকল রেজিষ্টার ও বহিসমূহ নিরীক্ষা করা হয়।এই নিরীক্ষা সম্পাদনকালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪, এর ১০৭ বিধি মতে নীট লাভের ১০% হারে অডিট ফি বাবদ রাজস্ব আদায় করা হয়ে থাকে। সমবায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীট লাভের ৩% হারে সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায় করা হয়ে থাকে।

**<u>বহিরাগত নিরীক্ষা সম্পাদন:</u>** বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

**<u>প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:</u>** সমবায় সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এ দপ্তর হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

১। প্রাক্ নিবন্ধন প্রশিক্ষণ ।

২। ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ।

৩। সমবায় সর্ম্পকিত অবহিত করণ সভা।

৪। আইজিএ প্রশিক্ষণ

এছাড়া আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**<u>তদন্ত সংক্রান্ত:</u>** এ কার্যালয় হতে ২(দুই) প্রকার তদন্ত সম্পাদন করা হয়

১। বিভাগীয় তদন্ত: বিভিন্ন সময়ে সমিতির প্রয়োজনে তদন্ত কার্য সম্পাদন করা হয়।

২। বহিরাগত তদন্ত: স্থানীয় প্রশাসন, সংসদ সদস্য, বিচার বিভাগকর্তৃক আদেশকৃত তদন্ত সম্পাদন করা হয়।

**<u>টেস্ট অডিট:</u>** সমবায় সমিতির নিবন্ধক যদি মনে করেন নিরীক্ষক আইন, বিধি বা নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ না করে নিরীক্ষা সম্পাদন করেছেন কিংবা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন তথ্য গোপন করেছেন সেক্ষেত্রে নিবন্ধক কিংবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তির দ্বারা টেস্ট অডিট সম্পাদন করতে পারেন।

**<u>তদারকি/পরিদর্শন:</u>** সমবায় সমিতির নিবন্ধক যে কোন কারণে যে কোন সমবায় সমিতি পরিদর্শন/ তদারকী করে থাকেন। তাছাড়া তাঁর আওতাধীন বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন করে থাকেন।

**<u>অবসায়ন/নিবন্ধন বাতিল:</u>** সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধন করার ক্ষমতা যেমন নিবন্ধকের আছে তেমনি সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল এবং নিস্ক্রিয় সমিতি গুটিয়ে ফেলা বা বিলুপ্ত করার ক্ষমতাও রয়েছে। কোন সমবায়

সমিতি সঠিক ভাবে পরিচালিত না হলে বা অকার্যকর থাকলে নিবন্ধক সমবায় সমিতি আইন,২০০১(সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) অনুযায়ী সমিতির নিবন্ধন সরাসরি বাতিল করে থাকেন।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি বাতিল না করে অবসায়নে ন্যস্ত করে থাকেন এবং অবসায়ন কার্যক্রম শেষ হলে নিবন্ধন বাতিল করে থাকেন।

**প্রকল্প সমূহ:**

- **আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফেইজ -২):** ঝিনাইদহ জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ১টি আশ্রয়ণ ও ২০টি আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) ও ০২ টি আশ্রয়ণ-০২ প্রকল্পে ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন ৪৮টি সমবায় সমিতি রয়েছে।
- এলজিইডি আওতাধীন ০৯টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ০২টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৩৫টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- কৃষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ দপ্তরের আওতাধীন ৩৩২টি (সিআইজি) সমবায় সমিতি।
- সিভিডিপি প্রকল্পের আওতাধীন ১০৭টি সমবায় সমিতি রয়েছে।
- ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার।
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।
- দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।

**কর্মসংস্থান:** ১। সরাসরি কর্মরত: পুরুষ -২৮৯জন, মহিলা- ১৫৩জন, সর্বমোট: ৪৪২ জন।
২। আত্নকর্মসংস্থান: পুরুষ -১৫৮০জন, মহিলা- ৫৮০২জন, সর্বমোট: ৭৩৮২জন
৩। সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে কর্মরত: পুরুষ -৬৭ জন, মহিলা- ৪৯জন, সর্বমোট: ১১৬ জন।
৪। সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে কর্মরত: ৪২৩ জন পুরুষ, ১৪৭ জন মহিলা সর্বমোট =৫৭০ জন।

**লভ্যাংশ বিতরণ:** সমবায় সমিতি হতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

**প্রচার প্রকাশনা:** পত্রিকা,জার্নাল,সমবায় বার্তা, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন।

ঝিনাইদহ জেলার বর্তমানে সমবায় বিভাগীয় প্রাথমিক ৬৫৪টি এবং কেন্দ্রীয় ৬টি সমবায় সমিতি রয়েছে। বিআরডিবি ভূক্ত ১২টি কেন্দ্রীয় ও ১৩২৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। প্রাথমিক সাধারণ সমিতির মধ্যে ৯টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফেইজ -২)/ আশ্রয়ণ -০২ প্রকল্পের আওতায় ৬টি উপজেলায় ১টি আবাসন ও ২০টি আশ্রয়ণ (ফেইজ-২)ও ০২টি আশ্রয়ণ -০২ প্রকল্পে ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। সর্বমোট সমবায়ীর সংখ্যা ৭১৯৪৫ জন। সর্বমোট কার্যকরী মূলধন ৭৪০৫.৮৯ ( কোটি টাকায়)।

সমবায় বিভাগের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিট সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হিসেবে সমানভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারি কর্মসূচি এবং জনস্বার্থের সাথে সংগতি রেখে সমবায় সমিতি গঠন, নির্বাচন, মূলধন সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ সৃষ্টিতে এ কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

———— ○ ————